২৭-০৪-২০১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের গুহ্য বিষয়গুলিকে প্রমাণিত করার জন্য গভীর বুদ্ধি-সম্পন্ন আত্মা হয়ে অনেক যুক্তির দ্বারা তা বোঝতে হবে, অর্থাৎ সাপও মরবে কিন্তু লাঠিও ভাঙবে না।"

প্রশ্ন :(১):- নিদারুণ দুর্দশার সময়ে পাস (সফল) হওয়ার জন্য কোন্ মুখ্য গুণগুলি অবশ্যই থাকা প্রয়োজন?

উত্তর :- ধৈর্য্য-শক্তির। যা চরম লড়াই চলাকালীন সময়েও তোমরা কেবল প্রত্যক্ষদর্শী হয়েই থাকবে। যারা শক্তিশালী আত্মা হবে, কেবল তারাই তাতে পাস করতে সক্ষম হবে, আর যারা ভয় পেয়ে ঘাবড়ে যাবে তারা ফেল হয়ে যাবে। এই অন্তিম সময়েই তোমাদের তথা ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের প্রভাবের প্রকাশ হবে। তখন বলবে, "হে প্রভু সবই তোমার লীলা .....। অন্যেরা সবাই তখন বুঝবে, গুপ্ত বেশে প্রভূ স্বয়ং এসেছেন।'

প্রশ্ন :(২):- সব থেকে বড় সৌভাগ্য কি ?

উত্তর :- স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছতে পারাটাই সব থেকে বড় সৌভাগ্য। বাচ্চারা, স্বর্গ-রাজ্যের সেই সুখ, কেবল তোমরাই দেখতে পারো। সেখানে আদি-মধ্য-অন্তের কোনও দুঃখ-ভোগ হয় না। এই কথাটাই অনেক কষ্টেই মানুষদের বুদ্ধিতে ঢেঁকে।

* গীত :- নব যৌবনা কুঁড়িরা .....*

ওঁম্ শান্তি! ভগবান উবাচঃ। প্রথমে বলা হত শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবাচ। এখন তোমরা এটা নিশ্চিত হয়েছ যে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবাচ কখনই নয়। শ্রীকৃষ্ণ তো আর ত্রিকালদর্শী অর্থাৎ স্বদর্শন চক্রধারী নন। কিন্তু, এসব কথাই যদি ভক্তেরা শোনে, তাহলে তো তারা বিগড়ে যাবেই। তখন তারা বলবে, "তোমরা কেন অন্য ভক্তদের শ্রদ্ধাতে আঘাত করছ !" যেখানে এদের বিশ্বাস কৃষ্ণতেই আছে যে, তিনিই হলেন স্বদর্শন চক্রধারী। যেহেতু স্বদর্শন চক্রধারী রূপে কেবল বিষ্ণুকে অথবা কৃষ্ণকেই তারা দেখে আসছে। জগতের মানুষদের তো এটাও জানা নেই যে- শ্রীকৃষ্ণ এবং বিষ্ণুর মধ্যে কি সম্বন্ধ। আর তা না জানার কারণেই তারা কেবল বিষ্ণুকে অথবা কৃষ্ণকে চক্রধারী বলে থাকে। স্বদর্শন চক্রের প্রকৃত অর্থও তাদের কারও জানা নেই। শুধুমাত্র তাদের হাতে একটা চক্র ধরিয়ে দিয়েছে মারার জন্য। চক্রকে কেবল একটা হিংসাত্মক হাতিয়ার স্বরূপে দেখিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তো -না তাদের (বিষ্ণু বা কৃষ্ণ)-র কাছে থাকে হিংসাত্মক চক্র আর না থাকে অহিংসক চক্র। এই জ্ঞানও তখন রাধা-কৃষ্ণ অথবা বিষ্ণুর মধ্যে থাকে না। কিন্তু তা তবে কোন্ জ্ঞান ? -এই সৃষ্টি চক্রের আবর্তনের জ্ঞান। যে জ্ঞান কেবল তোমাদের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের মধ্যেই আছে। এসব হলো অতি গুহ্য তথ্য। এসব কথা যুক্তির মাধ্যমে কিভাবে বোঝানো যায়, যাতে সবাই তা বুঝতে পারে এবং সম্প্রীতিও বজায় থাকে! সরাসরি বোঝাতে গেলে তারা (জগতের মানুষেরা) মনক্ষুন্ন হয়ে বিমুখ হবে এবং বলবে, "আপনারা দেবতাদেরও নিন্দা করছেন!" তারা সবাই তখন একই মত পোষণ করবে, শুধুমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা ব্যতীত। অন্যদিকে তোমরা হলে বাবার ছোট ছোট কন্যা। বাবা তো বলেই থাকেন, এই ছোট ছোট কন্যাদের এমন পারদর্শী হুঁশিয়ার হতে হবে, যাতে প্রদর্শনীতে

বোঝাবার জন্য তারা একেবারে উপযুক্ত হতে পারে। যার আত্মায় প্রকৃত জ্ঞান আছে, সে নিজেই প্রদর্শনীতে বোঝাবার নিমিত্তে প্রতিশ্রুতি দেবে আর বলবে, আমি পারব প্রদর্শনীতে বোঝাতে। এইসব ব্রাহ্মণীদের অবশ্যই বিশাল বুদ্ধি-সম্পন্ন আত্মা হতে হবে। প্রদর্শনীতে বোঝানোর জন্য কেবলমাত্র কার্যোপোযোগী সেবাধারী আত্মাদেরই পাঠাতে হবে। এমন যেন না হয় যে তারা নিজেরাই কেবল তা দেখার জন্য আসবে। *সর্বপ্রথমে তো এটা নিশ্চিত করাতে হবে যে, গীতার ভগবান নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা। শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলা যায় না, তা থাকলে সেই গীতাকেও ভুল বলা হবে।* যা সম্পূর্ণ নতুন তথ্য বর্তমান জগৎবাসীর কাছে। যেখানে দুনিয়াতে সবাই ভাবে গীতার বাণীগুলি শ্রীকৃষ্ণেরই মুখ-নিঃসৃত। কিন্তু, এখানে যে বোঝানো হচ্ছে- কৃষ্ণ কখনই গীতার বাণী শোনাতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ ময়ুরের পেখমধারী মুকুটের অধিকারী, যা সূর্য বংশীয়দের অর্থাৎ দ্বি-মুকুটধারীদের রাজত্বকে নির্দেশ করে, আর চন্দ্র-বংশীয়দের থাকে সিঙ্গেল তথা এক মুকুটধারী। এরপর আসে বৈশ্য ও শূদ্র-বংশীয় রাজত্ব। এদের কারওরই গীতার প্রকৃত জ্ঞান নেই। সেই জ্ঞান একমাত্র ভগবানই তা শুনিয়ে ভারতে স্বর্গ-রাজ্য স্থাপনা করেছিলেন। তা হলে দুনিয়াতে সত্য গীতার এই জ্ঞান এলো কোথা থেকে ? আর ওসব যা কিছু তা তো আসছে ভক্তির সারি অনুসারে। বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ার ফল কি বা হয়েছে? ক্রমশ তাতে আরও নিম্নগামীই হয়েছে আর উৎকর্ষতার কলারও হ্রাস ঘটেছে। যতই না ঘোর তপস্যা করো, মস্তক ছেদন করে দাও, লাভ তাতে কিছুই হবে না। প্রত্যেক মনুষ্য আত্মাকেই তমোপ্রধান অবশ্যই হতেই হবে। তার মধ্যে বিশেষত ভারতবাসীরা অর্থাৎ দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারাই সবচেয়ে বেশী নীচে নেমে গেছে। এরাই শুরুতে সবচেয়ে বেশী সতোপ্রধান ছিল, যা এখন ততোধিক তমোপ্রধানে পরিনত হয়েছে। যারা একদা সর্বোচ্চ প্যারাডাইস্ তথা স্বর্গের মালিক ছিল, তারাই এখন নরকের মালিক হয়েছে। *তোমাদের বুদ্ধিতে এটা অবশ্যই রাখতে হবে যে, বর্তমানের এই শরীর হোলো পুরানো জুতোর মতন, যাকে আমরা আত্মার পরিধান করে আছি।* একদা দেবী-দেবতাদের শরীরধারীরাই হল বর্তমানের সব থেকে পুরানো জুতো। এই ভারতই ছিল শিবালয় এবং দেবী-দেবতাদের রাজত্ব। তখনকার মহলগুলো ছিল হীরে-জহরতে খঁচিত। এখন যা বিকার রূপী অসুরদের রাজ্য তথা বেশ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। ড্রামা (অবিনাশী নাটক) অনুসারে আবার এই ভারতভূমিই বেশ্যালয় থেকে শিবালয়ে পরিণত হবে। বাবা জানাচ্ছেন, সবচেয়ে বেশি অধঃপতন এই ভারতবাসীদেরই হয়েছে। যেহেতু পুরো অর্ধকল্পই তোমরা বিষয় বিকারীতে ছিলে, তাই তো অজামিলের মতন পাপী আত্মাও এই ভারতেই ছিল। সবচেয়ে বড় পাপ হল বিকার গ্রস্ত হওয়া। যারা একদা স্বর্গ-রাজ্যের মালিক দেবী-দেবতা ছিল, তারাই এখন এত বিকার গ্রস্ত হয়েছে। গোরা তথা পবিএ থেকে শ্যামলা তথা অপবিত্র হয়েছে। যে সবচেয়ে উঁচু আসনের অধিকারী ছিল, সে এখন সবচাইতে নীচে হয়েছে। বাবা বলেন,"যখন তোমরা সকল আত্মারা সম্পূর্ণ তমোপ্রধান হয়ে যাও, তখনই আমি এসে তাদেরকে সম্পূর্ণ সতোপ্রধান বানিয়ে থাকি। এখন কাউকেই সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা যাবে না, তাদের মধ্যেও আবার নানা ধরণের পার্থক্য আছে। *এই জন্মটা তবুও মন্দের ভাল।* পরবর্তী জন্মে অজামিলের মতন হতে হবে। বাবা বলেন- "আমি তো কেবল পতিত দুনিয়া এবং পতিত শরীরেই প্রবেশ করি, যিনি পুরো ৮৪ জন্ম ভোগ করে তমোপ্রধানে পরিণত হয়েছেন।" যদিও এই জন্মে তার ভালো ঘরেই জন্ম হয়েছে, কারণ বাবার রথ হতে হবে যে তাকে। যদিও এ সবই ড্রামার নিয়ম-কায়দা অনুযায়ী আগে থেকেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, তাইতো বাবা সাধারণ রথকেই আধার করেন। এটাও অবশ্যই বোঝার প্রয়োজন। তোমাদেরও বাবার মতন সেবার সার্ভিসে যথেষ্ট আগ্রহ থাকতে হবে। *ব্রহ্মাবাবাকে দেখ, সেবায় ওনার কি উৎসাহ! আর শিববাবা হলেন পতিতদের পবিত্র বানাবার কারিগর এবং সকল অবিনাশী আত্মাদের অবিনাশী

সার্জন।*তাই তো তিনি তোমাদেরকে কত ভাল-ভাল ঔষধও জানিয়ে থাকেন। *তিনি বলেন, "আমাকে স্মরণ করলে তোমরা কখনো রোগী হবে না। তোমাদের আর অন্য কোনও পথ্য-ঔষধ ইত্যাদির প্রয়োজন হবে না।যেহেতু এটা হল বাবার শ্রীমৎ, কোনও গুরুর মন্ত্র নয়। বাবা বলেন, কেবল আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, তখন আর মায়া রূপ বিঘ্নও আসবে না। ফলে তোমারা মহাবীরের মতন বীর হতে পারবে।* স্কুলের রেজাল্টও তো একদম শেষ লগ্নে প্রকাশ পায়। এখানেও তোমরা শেষ পর্যায়ে সব জানতে পারবে। যখন লড়াই শুরু হবে, তখন সব কিছুই তোমাদের দৃষ্টিগোচর হবে। অন্যেরা তখন দেখবে তোমরা কতই না নির্ভয় ও অদম্য সাহসী হয়েছ। বাবাও তো সম্পূর্ণ ভয়হীন -তাই না ! যতই হা হা-কার হতে থাকুক, ধৈর্য্যতার সাথে অন্যদের বোঝাতে হবে যে, আমাদের সকলকেই তো যেতে হবে। তা হলে চলো আমরা সবাই যাই নিজেদের গন্তব্যে তথা মাউন্ট আবুতে ..... বাবার কাছে। এতে ভয়ের কিছু নেই, ভয় পেলেই সে না পাস অর্থাৎ ফেল হয়।

এতটাই মজবুত হতে হবে তোমাদের। প্রথমে ক্ষুধার দুর্ভিক্ষ শুরু হবে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আনাজ-শস্য আসতে পারবে না, যা নিয়ে মারামারি-কাটাকাটি শুরু হয়ে যাবে। সেই সময় একদম নির্ভয় আর সাহসী হয়ে থাকতে হবে। লড়াইতে কত বলশালীরা থাকবে, তারা একে অপরকে বলবে 'হয় মরবো না হয় মারবো।' তারা তাদের নিজেদের জীবনের পরোয়াও করবে না। যদিও তাদের এই জ্ঞানটুকুও নেই যে, তাদেরকে এই শরীর ছাড়লে আবার অন্য শরীর ধারণ করতে হবে যে। তখন তো আবার সেই শরীরের সেবাই করতে হবে তাদের। শিখেরা তো সবাইকে শিখিয়ে থাকে, "বলো গুরু নানকের জয় ..... হনুমানের জয় .....। *কিন্তু তোমাদের প্রকৃত শিক্ষা একমাত্র শিববাবাকে স্মরণ করা। এটুকু তো তোমাদের করতেই হবে, যেহেতু দেশের ও দশের সেবা তো করতেই হবে তোমাদের।* যে পদ্ধতি ও নিষ্ঠা সহকারে তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করে থাকো, তেমনি আর কেউ-ই বাবাকে স্মরণ করে না। শিবের ভক্তের সংখ্যা তো অজস্র-অগুন্তি, কিন্তু *শিববাবাকে স্মরণ করার প্রকৃত পদ্ধতি ও নির্দেশাবলী (ডাইরেকশন) -একমাত্র তোমরাই পেয়ে থাকো।* তোমাদেরকে নিজ ঘরে ফিরে যেতে হবে, তারপর আবার সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্যে আসতে হবে। এখন সূর্যবংশী ও চন্দ্রবংশী দুটোরই রাজ্যই স্থাপনার কাজ চলেছে। *(যারা পাশ করবে, অর্থাৎ সূর্যবংশীরা সত্যযুগের স্বর্গরাজ্যে, আর যারা ফেল হবে অর্থাৎ চন্দ্রবংশী, তারা ত্রেতায় আসবে, তখন সূর্যবংশীরাও চন্দ্রবংশীতে পরিণত হবে।) সবাই এই একই জ্ঞান পেয়ে থাকে। কিন্তু, যারা প্রজা হওয়ার উপযুক্ত, তারা ততটাই বুঝতে সক্ষম হবে।* অন্তিম সময়ে তোমাদের অনেক বেশী প্রভাবের প্রকাশ ঘটবে। তবেই তো তোমরা বলবে "হে প্রভু সবই তোমার লীলা ..... তখন তোমাকে সবাই জানবে, আর বুঝবে বাবা নিশ্চয় এসেছেন কিন্তু গুপ্ত বেশে। কেউ কেউ বলে (তাদের) আত্মার সাথে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়েছে, কিন্তু সাক্ষাৎকার হলে কোনো লাভ হয় না। যেমন শুধুমাত্র আলোর স্ফুলিঙ্গ দেখা, কিন্তু তাতে বোঝা যায় না যে সেটা আসলে কি, অর্থাৎ তা কি কোনও আত্মা না কি তা পরমাত্মা- তা সঠিক বুঝতে পারা যায় না। দেবতাদের সাক্ষাৎকারে তবুও কিছুটা রোমাঞ্চ জাগে এবং মন পুলকিত হয়। এই জগতের মানুষেরা তো এটাও জানে না যে, পরমাত্মার রূপ কেমন! কিন্তু, সময় যতই শেষের দিকে এগোবে, বুদ্ধির তালা ততই খুলতে থাকবে। স্বর্গ-রাজ্যে যেতে পারা খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার। স্বর্গের মতন সুখ আর কোথাও পাওয়া যায় না। স্বর্গে রাজা-রাণী ও প্রজা সবারই এক সমান অবস্থা। বর্তমানে যার নিউদিল্লি নামকরণ করা হয়েছে, কিন্তু নতুন ভারত -তা কোন সময়কালে ছিল ? বর্তমানের এটা তো হল পুরানো ভারত। নতুন ভারত তো কেবল দেবতা ধর্মের। যখন তারা অতি অল্প সংখ্যক ছিল। বর্তমানে তো এত অনেক

বিশাল সংখ্যক আত্মা, যা রাত দিনের তফাৎ। তোমরা খবরের কাগজেও এ সবের ব্যাখ্যা বোঝাতে পারো। তোমরা যে নিউ দিল্লি, নব্য ভারত বলে থাকো কিন্তু নব ভারত, নিউ দিল্লি, তা তো থাকবে নতুন দুনিয়াতে। আর সেই দুনিয়াটা হবে প্যারাডাইস্ তথা স্বর্গ-রাজ্য আর তা তোমারা বানাতে পারবেই বা কিভাবে! যেখানে বর্তমান দুনিয়াতে এত অনেক ধর্মের অবস্থান। অথচ স্বর্গে তো একটাই মাত্র ধর্ম। এসব খুবই বোঝার ব্যাপার। আমরা সবাই এসেছি মূলবতন বা পরমধাম থেকে। আমরা সকল আত্মারা জ্যোর্তি-বিন্দু, স্টার স্বরূপ, যেমন ভাবে আকাশে স্টারেরা অবস্থান করে, অথচ কেউ কিন্তু পড়ে যায় না- তেমন ভাবে আমরা আত্মারাও ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান করি। বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো যে, নির্বাণধামে আত্মাদের শরীর না থাকার কারণে তারা কথা বলতে পারে না। তোমরা এও বলতে পার যে, আমরা আত্মারা হলাম পরমধাম নিবাসী এটা একটু নতুন ধরণের কথা। শাস্ত্রে আছে আত্মা হল বুদ্বুদ্ (শূন্যগর্ভ), যা সাগরে সমাহিত হয়ে মিলিয়ে যায়। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা এখন জেনেছো যে, পতিত পাবন বাবা এসেছেন সকলকে নিজধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। প্রতি পাঁচ হাজার বছর বাদে ভারত পুনরায় স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত হয়। যদিও এসব জ্ঞান অন্যদের বুদ্ধিতেই নেই। *বাবা স্বয়ং এসে আমাদের তা বোঝান, তাই আমরাই সেই রাজ্য পেয়ে থাকি, আবার (বিকার গ্রস্থ হয়ে) আমরাই তা খুইয়ে ফেলি।* যার কোনো অন্ত নেই। যেহেতু ড্রামা থেকে কারও মুক্তি নেই। কত সহজ কথা এটা, তবুও কারও বুদ্ধিতে তা স্থায়ী হয় না। এখন আত্মারা তাদের নিজেদের ৮৪ জন্মের চক্র সম্বন্ধে জানতে পেরেছে, যা থেকে তারা চক্রবর্তী মহারাজা-মহারাণী হতে পারে। এখনকার যা কিছু, সবকিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। বর্তমান দুনিয়া যে এখন বিনাশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, তবুও কেন এত বেশী লোভ, ধন সম্পত্তি এত সঞ্চয় করছো! সার্ভিসেভেল তথা সেবাধারী বাচ্চা হলে তো তার পালনা যজ্ঞে প্রাপ্ত জিনিষের দ্বারাই নির্বাহ হয়ে থাকে। আবার সেবা না করলে উচ্চ পদের অধিকারী হওয়া যায় না। বাবাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারো, "বাবা আমি যে এত সেবা করছি, তাতে কি আমার উচ্চ পদ প্রাপ্তি হবে ?" বাবা তখন বলেন, তোমার লক্ষ্যণ এমনই যে তুমি প্রজার মধ্যেই চলে যাচ্ছো। এখানে থাকাকালীনই সবকিছু বোঝা যায়। ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও এমন ভাবে শিখিয়ে এমনই হুঁশিয়ার বানাতে হবে, যাতে তারা প্রদর্শনীতে সেবা করে নিজেদেরকে যোগ্য প্রমাণ করতে পারে। *আচ্ছা*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার মতো নির্ভয় ও অদম্য সাহসী হতে হবে। ধৈর্য্যের সাথে কাজ করাতে হবে, কোনও কিছুতে ঘাবড়াবে না।

২) বিনাশ দোরগোড়ায় উপস্থিত, তাই ধন-সম্পত্তি জড়ো করার লোভ করো না। উচ্চপদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে ঈশ্বরীয় সেবায় প্রাপ্ত অমূল্য সম্পদই কেবল জমা করতে হবে।

বরদান:- অটুট নিশ্চয়ের আধারে বিজয়ের অনুভবকারী, সর্বদা হর্ষিত ও নিশ্চিন্ত হও।

ব্যাখ্যা :- নিশ্চয়ের চিহ্ন হল - মন্সা-বাচা-কর্মণা, সম্বন্ধ-সম্পর্ক সকল বিষয়েই সহজ বিজয়ী। যেখানে নিশ্চয় অটুট থাকে সেখানে ভবিষ্যতের বিজয়কে কেউ টলাতে পারে না। এমনই নিশ্চিয়বুদ্ধি আত্মারা সর্বদা নিশ্চিন্ত এবং হর্ষিত থাকবে। কোনও কথার মধ্যে কি, কেন, কিভাবে এসব কথা বলা মানে- চিন্তার নিদর্শন। নিশ্চয়বুদ্ধি, নিশ্চিন্ত আত্মার স্লোগান হল, "যা হয়েছে তা ভালর জন্যই হয়েছে, যা হচ্ছে তা ভালই হচ্ছে এবং যা হবে তাও ভালই হবে।" প্রতিটা অমঙ্গলের পিছনেই মঙ্গলের রয়েছে এমনটাই অনুভব করবে। চিন্তা বলে কোনও শব্দই থাকে না তাদের মধ্যে।

স্লোগান:- সর্বদা প্রসন্নচিত্ত থাকতে হলে, বুদ্ধিরূপী কম্পিউটারে ফুলস্টপ তথা বিন্দুর মাত্রা লাগাও।